আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
হটলাইনঃ ০১৭৬১ ২২২২২২-৪

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
হটলাইনঃ ০১৭১৫ ২২০২২০

গ্রেফতার ও আটক

আপনার অধিকার ও পুলিশের কর্তব্য

BLAST

CHRI

ব্লাস্ট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইন সেবা ও মানবাধিকার সংগঠন। বাংলাদেশে ১৯টি জেলা কার্যালয় ও আইন সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট আইন সহায়তা প্রার্থীদের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী পরামর্শ এবং মামলা ও মধ্যস্থতা পরিচালনা করে। অধিকার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলাও পরিচালনা করে। বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.blast.org.bd

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০১৫

মুদ্রণ: এক্সিকিউটর

প্রকাশনায়:
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
প্রধান কার্যালয়
১/১, পাইওনিয়ার রোড,কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: +৮৮(০২) ৮৩১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ফ্যাক্স: +৮৮(০২)৮৩১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd, ওয়েব: www.blast.org.bd

গ্রন্থস্বত্বগত অবস্থান
এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পুনর্মুদ্রণ এবং অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনভাবেই বিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোন পরিবর্তনে ব্লাস্টের অনুমোদন আবশ্যক এবং প্রকাশনাটির যেকোন তথ্য, উপাত্ত ব্যবহারে ব্লাস্টের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd

This pamphlet has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this pamphlet are the sole responsibility of BLAST and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রকাশিত সকল মতামত ব্লাস্টের নিজস্ব এবং কোনভাবেই তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

গ্রেফতার বা আটক হলে আপনার অধিকার

কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হলে তার কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি গ্রেফতার হতে পারেন বা গ্রেফতারের আগে ও পরে তার কী কী অধিকার রয়েছে সেই সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গ্রেফতার ও আটক অবস্থায় এ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী আপনার অধিকার ও পুলিশের কর্তব্য নির্ধারিত হয়। আইন গুলো হচ্ছে:

- বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৭২
- ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮
- পুলিশ আইন, ১৮৬০
- বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশন, ১৯৪৩

গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে হাইকোর্টও কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন যা প্রত্যেক পুলিশ অফিসার এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়।

[ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য (৫৫-ডিএলআর-৩৬৩) এবং সাইফুজ্জামান বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য (৫৬-ডিএলআর-এইচসিডি-২০০৪-৩২৪)]

গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া পুলিশ কি আপনাকে গ্রেফতার করতে পারেন?

হ্যাঁ, যদি আপনি কোন আমলযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হন, তাহলে পুলিশ আপনাকে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার করতে পারেন। তবে আমল-অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ আপনাকে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার করতে পারেন না।

আমলযোগ্য অপরাধ কী?

একটি আমলযোগ্য অপরাধ হচ্ছে এমন অপরাধ যাতে একজন পুলিশ কর্মকর্তা পরোয়ানা ছাড়া অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেন।

আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত শুরু করার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। তা করার জন্য পুলিশকে আদালত থেকে আদেশ নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই অপরাধগুলো অনেক গুরুতর প্রকৃতির অপরাধ, যেমন খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, দাঙ্গা, যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ।

আমল-অযোগ্য অপরাধ কী ?

আমল-অযোগ্য অপরাধ হচ্ছে এমন অপরাধ যাতে একজন পুলিশ কর্মকর্তা পরোয়ানা ছাড়া অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেন না।

আদালতের অনুমতি ছাড়া এধরনের অপরাধে পুলিশ তদন্ত শুরু করতে পারেন না। এ ধরনের অপরাধ লঘু প্রকৃতির, যেমন প্রতারণা, প্রবঞ্চনা বা জালিয়াতি, সাধারন আঘাত, অনিষ্ট বা ক্ষতিসাধন।

আপনি কখন গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার হতে পারেন?

- কোনো একটি নির্দিষ্ট (আমলযোগ্য) অপরাধের সাথে আপনি জড়িত বা সম্পৃক্ত থাকার সন্দেহ রয়েছে বলে পুলিশ মনে করেন অথবা এরূপ অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে
- আইনসংগত কারণ ব্যতীত ঘর ভাঙ্গার কোনো সরঞ্জাম বহন করছেন
- আইন অনুযায়ী অপরাধী ঘোষিত হয়েছেন
- চোরাই মাল বহন করছেন বা সন্দেহ করা হচ্ছে এরূপ চোরাই মাল সম্পর্কে কোন অপরাধ করছেন
- পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব পালনে বাধা দান করেছেন
- আইনসংগত হেফাজত হতে পালিয়েছেন বা পালানোর চেষ্টা করেছেন
- বাংলাদেশের কোনো সশস্ত্র বাহিনী হতে পালিয়েছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে
- অন্য কোন পুলিশ অফিসারের নিকট হতে গ্রেফতারের জন্য অনুরোধকৃত হয়ে থাকেন (তবে অনুরোধপত্রে গ্রেফতারের কারণ বা আনীত অভিযোগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে)

- এমন কোনো কাজ বাংলাদেশের বাইরে করেছেন যা বাংলাদেশে করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হত
- সাজা প্রাপ্তির পর মুক্তি পেলে কোন কারণে তার বাসস্থান পরিবর্তন বা বাসস্থানে অনুপস্থিতি সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে ব্যর্থ হলে [ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৫৪]
- পুলিশের কাছে ভবঘুরে বা 'অভ্যাসগতভাবে চোর বা ডাকাত' হিসেবে পরিচিত হলে। [ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৫৫]

আপনি গ্রেফতার বা আটক হলে আপনার অধিকার কী?

- যথাশীঘ্র পুলিশের কাছ থেকে গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে জানা
- জামিনযোগ্য অপরাধ হলে অনতিবিলম্বে জামিনে মুক্তি পাওয়া [ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৬০]
- গ্রেফতারের সময় হতে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুলিশের মাধ্যমে এখতিয়ার সম্পন্ন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার উপস্থাপন হওয়া (গ্রেফতারের স্থান হতে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যাওয়ার সময় বাদ দিয়ে ২৪ ঘন্টা হিসাব করতে হবে) [সংবিধানের ৩৩ (২) অনুচ্ছেদ ও ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৬১]
- পুলিশ আপনার নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুকে আপনার গ্রেফতার এবং আটকের স্থান সম্পর্কে জানাবেন

- আপনার পছন্দমত আইনজীবীর সাথে সাক্ষাত ও পরামর্শ করতে পারা [সংবিধানের ৩৩ (১) অনুচ্ছেদ]
- জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তকালীন সময়ে পুলিশ হেফাজতে থাকাবস্থায় খারাপ আচরণ, অপব্যবহার বা নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকা [সংবিধানের ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদ]
- পলায়ন প্রতিরোধে যতটুকু প্রয়োজন আপনাকে তার অধিক বাধা প্রদান না করা [ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৫০]
- গ্রেফতারের সময় আপনার কাছ থেকে যে সকল জিনিসপত্র জব্দ করা হয়েছে তা নিরাপদ হেফাজতে রাখা [ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৫১]
- আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সংক্রান্ত সকল নথিপত্রের নকল পাওয়া।

আপনি গ্রেফতার হলে পুলিশের কর্তব্য কী ?

- গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে আপনাকে জানাবেন [সংবিধানের ৩৩ (১) অনুচ্ছেদ]
- আপনার জামিন পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আপনাকে জানাবেন
- আপনাকে যদি বাসস্থান বা কর্মস্থল ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে গ্রেফতার বা আটক করা হয় তাহলে থানায় আনার পরবর্তী এক ঘন্টার মধ্যে আপনার নিকট-আত্মীয় ও বন্ধুদেরকে টেলিফোন বা বিশেষ বার্তা বাহকের মাধ্যমে গ্রেফতার বা আটক সম্পর্কে জানাবেন
- আপনাকে বা গ্রেফতারের সময় উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিকে পুলিশ তার পরিচয় প্রদান করবেন এবং যদি উপস্থিত ব্যক্তিগণ এবং আপনি পরিচয়পত্র দেখতে চান তাহলে তারা পরিচয়পত্র দেখাবেন
- গ্রেফতারের সময় আপনার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেলে পুলিশ তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন। আপনাকে নিকটস্থ হাসপাতালে বা সরকারি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নিবেন এবং কর্তব্যরত ডাক্তারের কাছ থেকে সনদ সংগ্রহ করবেন
- পুলিশ অফিসার কোনো ব্যক্তির গ্রেফতার কার্যকর করার জন্য গ্রেফতারের পরপরই একটি মেমো তৈরী করবেন। উক্ত মেমোতে গ্রেফতারের সময় ও তারিখসহ গ্রেফতারকারীর স্বাক্ষর নিবেন

- গ্রেফতারের কারণ এবং যার সংবাদ বা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা কেস ডাইরিতে অবশ্যই লিখবেন
- যে নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুকে গ্রেফতার সম্পর্কে জানানো হয়েছে তার এবং যে পুলিশ অফিসারের হেফাজতে রয়েছে তার নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিষয় পুলিশ অবশ্যই প্রকাশ করবেন
- ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার আওতায় রিমান্ড আদেশের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে সকল ডকুমেন্টস-এর কপি এখতিয়ার সম্পন্ন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাবেন।

নারীদের বিশেষ অধিকার কী ?

১. যথেষ্ট শোভনতার সাথে কেবলমাত্র অন্য একজন নারীই আপনার তল্লাশি করতে পারবেন। [ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৫২]

২. নারী হাজতি হিসেবে অবশ্যই থানায় আলাদা লকআপে থাকা আপনার অধিকার। যেখানে পুরুষ হাজতি রয়েছেন সেখানে আপনাকে কোনভাবেই রাখা যাবে না।

আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ পাওয়ার অধিকার

আপনি যদি আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ হন, তাহলে আপনার আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। আইনগত সহায়তা বলতে বুঝায় আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান; প্রচলিত আইনে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী প্রদান; মামলার প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান; এবং আইনজীবীকে সম্মানী প্রদান করা।

আপনি **সরকারি আইনগত সহায়তা** পেতে পারেন, যদি -

- আপনার বার্ষিক গড় আয়; সুপ্রীমকোর্ট-এ আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ১, ৫০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে ১, ০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে নয়; অথবা
- আপনি শিশু, নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার নারী, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য অথবা সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীগণ হন।

আপনি **ব্লাস্ট থেকেও আইনগত সহায়তা পেতে পারেন,** যদি আপনার কোন অধিকার লঙ্ঘিত হয়। শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আপনি আরো কয়েকটি বেসরকারী সংস্থার আইনগত সহায়তা পেতে পারেন।

গ্রেফতারের সময় আপনার করণীয় কী ?

- গ্রেফতার জোরপূর্বকভাবে প্রতিরোধ করবেন না
- আপনি জোরপূর্বক গ্রেফতার প্রতিরোধের চেষ্টা করলে বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ অফিসার বা অন্যান্য ব্যক্তি আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলপ্রয়োগসহ অন্যান্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তবে আপনি যদি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত না হন তাহলে কোন অবস্থাতেই আপনার মৃত্যু ঘটাতে পারবেন না [ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৪৬]
- আপনি কোন আমল-অযোগ্য অপরাধ করলে বা অভিযুক্ত হলে, পুলিশ আপনার নাম, ঠিকানা জানতে চাইলে তা দিতে অস্বীকার বা মিথ্যা নাম, ঠিকানা প্রদান করবেন না। এরজন্যও আপনি গ্রেফতার হতে পারেন। [ফৌজদারী কার্যবিধি, ধারা-৫৭]

বেআইনী বা স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার বা আটকের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিকার কী ?

ফৌজদারী কার্যবিধি ও বিভিন্ন মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ বা আইনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার সংক্রান্ত ধারাসমূহ ব্যতীত অথবা কোন এজাহার বা মামলা দায়ের ব্যতীত পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করলে বা থানায় আটকে রাখলে তা বেআইনী আটক হবে।

বেআইনী আটক একটি গুরুতর অপরাধ এবং এর বিভিন্ন প্রতিকার রয়েছে। যে বা যারা আপনাকে বেআইনীভাবে গ্রেফতার বা আটক করেছেন সে ব্যক্তি এবং তাকে যদি কেউ নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তার বিরুদ্ধেও আপনি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

আপনি বেআইনীভাবে গ্রেফতার বা আটককারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে :

- থানায় এজাহার দায়ের করতে পারেন
- আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আবেদন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে করতে পারেন বা মামলা দায়ের করতে পারেন
- জেলা পর্যায়ে পুলিশ সুপার ও অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় উপ-কমিশনারের সাথে দেখা করে অভিযোগ করতে পারেন বা রেজিস্ট্রি চিঠি, ইমেইল বা ফ্যাক্স এর মাধ্যমে ঘটনা লিখে অভিযোগ দিতে পারেন

- এখতিয়ার-সম্পন্ন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন
- বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। টেলিফোন নং ০২ ৯৩৩৬৩৬৩ বা ই-মেইল : nhrc.bd@gmail.com
- মুক্তির জন্য আপনার নিকট- আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগে হেবিয়াস কর্পাস রীট দায়ের করতে পারেন
- বেআইনীভাবে গ্রেফতার বা আটককারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে আপনি সরকারি আইনগত সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারেন।

হেবিয়াস কর্পাস রিট কী?

হেবিয়াস কর্পাস-এর অর্থ আটক ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করা। যদি কোন ব্যক্তিকে কেউ বেআইনী বা স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার বা আটক করে, তখন তিনি তার নিকট আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে অথবা তার অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকলে বা সামাজিকভাবে ভাল অবস্থান না থাকলে, তার পক্ষে অন্য কেউ হাইকোর্ট-এ হেবিয়াস কর্পাস রিট দায়ের করতে পারেন। এক্ষেত্রে, মহামান্য আদালত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদানসহ উক্ত গ্রেফতার বা আটক কেন বেআইনী বা স্বেচ্ছাচারী হবে না তার ব্যাখ্যা জানতে চান।